দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 13 FEB 2009
পৃষ্ঠা ... ১০ ... কলাম ... ৪ ...

পাঁচ লাখ এসএসসি পরীক্ষার্থী ঝরে পড়েছে নিবন্ধনের পর

॥ নিজামুল হক ॥

২০০৭-০৮ শিক্ষাবর্ষে নবম শ্রেণীতে নিবন্ধিত হয়েছিল ১২ লাখ ৬৭ হাজার ৬৩৪ জন শিক্ষার্থী। কিন্তু নিবন্ধিত হওয়া শিক্ষার্থীর মধ্যে এবার এসএসসি পরীক্ষা দিচ্ছে ৭ লাখ ৩৩ হাজার ৩২৪ জন। পাঁচ লাখ ৩৪ হাজার ৩১০ জন ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষা কার্যক্রম থেকে ঝরে পড়ার কারণে তারা পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে না। ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের বেশির ভাগই ছাত্রী। এবার ঝড়ে পড়ার হার ৪২ দশমিক ১৫ শতাংশ। এর মধ্যে ছাত্র ৩৭ দশমিক ১১ শতাংশ এবং ছাত্রী ৪৬ দশমিক ৯৮ শতাংশ। সিলেট বোর্ডে ঝরে পড়ার হার সবচেয়ে বেশী ৫৭ দশমিক ২৫ শতাংশ। সবচেয়ে কম দিনাজপুর বোর্ডে ৩৩ দশমিক ১৫ শতাংশ।

এবার ঢাকা বোর্ডে রেজিস্ট্রেশন করেছিল ২ লাখ ৯৬ হাজার ৮৩৭ জন ছাত্র-ছাত্রী। এর মধ্যে ঝরে পড়েছে ১ লাখ ৩১ হাজার ১৬৩ জন। যার মধ্যে ৫৪ হাজার ৭৬৬ জন ছাত্র এবং ৭৬ হাজার ৩৭৯ জন ছাত্রী। এভাবে রেজিস্ট্রেশন করেও রাজশাহী বোর্ডে ১৪ হাজার ১৭৪ জন ছাত্র এবং ২৩ হাজার ৮৫৫ জন ছাত্রী, কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ডে ২১ হাজার ১২৮ জন ছাত্র এবং ৩৮ হাজার ৮৮৭ জন ছাত্রী, যশোর শিক্ষাবোর্ডে ২১ হাজার ৭৮৯ জন ছাত্র এবং ৩৩ হাজার ১৬২ জন ছাত্রী, চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ডে ১৩ হাজার ২৭০ জন ছাত্র এবং ১৯ হাজার ৪৭৯ জন ছাত্রী, বরিশাল শিক্ষাবোর্ডে ৯ হাজার ৭৫৪ জন ছাত্র এবং ১৪ হাজার ৫৭৯ জন ছাত্রী, সিলেট শিক্ষাবোর্ডে ১০ হাজার ৬৭৬ জন ছাত্র (১৯শ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

পাঁচ লাখ শিক্ষার্থী

(২০ পৃঃ পর)

এবং ১৫ হাজার ৪৮৪ জন ছাত্রী, দিনাজপুর শিক্ষাবোর্ডে ১২ হাজার ৪৮১ জন ছাত্র এবং ২০ হাজার ৬১১ জন ছাত্রী পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে না। এছাড়া মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডে ৩২ হাজার ২০ জন ছাত্র এবং ৪৫ হাজার ১১৭ জন ছাত্রী, কারিগরি শিক্ষাবোর্ডে ৪০ হাজার ২২৬ জন ছাত্র এবং ১৬ হাজার ৪৩৩ জন পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে না।

এ বিষয়ে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, ছাত্র-ছাত্রীদের একটি বড় অংশ ঝড়ে পড়ার বিষয়টি বিবেচনা করলে এসএসসির পাসের হার ম্লান হয়ে যায়। তিনি বলেন, অনেক স্কুলে শিক্ষার্থী নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশ নিয়েও ফেল করে এবং এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারে না। তিনি প্রশ্ন রাখেন, শিক্ষার্থীরা কেন ফেল করবে? তিনি বলেন, নির্বাচনী পরীক্ষায় পাসের হার বাড়াতে হবে। তিনি আরো বলেন, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় আনন্দ নেই। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষার্থীদের ধরে রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে। অভিভাবকদের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাপনা শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার জন্য দায়ী। তিনি বলেন, শিক্ষা নিয়ে অভিভাবকরা আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। ভবিষ্যৎ নিয়ে তাদের মধ্যে অনিশ্চয়তা কাজ করে। তিনি নির্বাচনী পরীক্ষায় পাসের হার বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

ঝরে পড়ার কারণ হিসাবে ঢাকা শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান মুহম্মদ শামসুল হক ইত্তেফাককে বলেন, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণেই এই ঝরে পড়া। তিনি বলেন, অনেক অভিভাবক মেয়েদের লেখাপড়ায় তেমন আগ্রহী নয়। এসএসসি পরীক্ষার আগেই মেয়েদের বিয়ে দেয়। ফলে এর একটা বড় অংশ ঝরে পড়ে। তিনি বলেন, অর্থনৈতিক অসচ্ছলতার কারণে অনেক অভিভাবক তার সন্তানকে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত করে। ফলে তারা নবম শ্রেণীতে নিবন্ধিত হয়েও এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারছে না। তিনি আরো জানান, ঢাকার অনেক স্কুল এসএসসির ফরম ফিলাপে কঠোর পদ্ধতি অবলম্বন করে। অভ্যন্তরীণ নির্বাচনী পরীক্ষায় এক বিষয়ে অনুত্তীর্ণ হলে তাকে এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিতে দেয়া হয় না।

কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক নিতাই চন্দ্র সূত্রধর বলেন, কারিগরি শিক্ষায় একটা বড় অংশ ঝরে পড়ে। এর কারণ হিসাবে তিনি বলেন, কারিগরি শিক্ষায় সাধারণত মেধাবী শিক্ষার্থী ভর্তি হয় না। এর ফলে ঝরে পড়ার আশংকা থাকে। এছাড়া মেয়েদের ক্ষেত্রে বিয়ে হয়ে যাওয়া এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে অন্য কোন কাজে মনোনিবেশ হওয়া এবং কারিগরি শিক্ষায় নিবন্ধিত হয়েও অনেক শিক্ষার্থীর সাধারণ শিক্ষায় চলে আসা ঝরে পড়ার অন্যতম কারণ।